



162787 - সন্তান প্রতাপিলনে অবহেলা করার ভয়াবহতা

প্রশ্ন

আমার মা স্নহেশীল নয়, বুঝদার নয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি আমাদের সাথে রুক্শ আচরণ করেন। স্নহেরে চোখ দিয়ে তিনি আমাদেরকে দেখেননি। এভাবেই আমরা বড় হয়েছি। একজন নারী হিসেবে তিনি কখনও আমার পাশে দাঁড়াননি। বয়রে প্রস্তুতাবক ছলেদের সাথে ও অন্য মানুষদের সাথে কভাবে আচরণ করতে হবে একজন নারী হিসেবে তিনি আমাকে সসেব কছুই শখোননি। একজন ময়েরে জীবনরে অনকে বযিয়েই তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। তিনি আমাদের ক্শত্রে অনকে অবহেলা করতনে। আল্লাহ তাআলা মায়রে অবাধ্যতা ও মার সাথে অসদাচরণরে কারণে একজন সন্তানকে যভেবে বচিররে মুখোমুখি করবনে মাকেও কি অবহেলার কারণে সভেবে বচিররে মুখোমুখি করবনে? আশা করি জবাব দবিনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

সন্তানদের উপর পতিমাতার যমেন অধিকার রয়েছে তমেনি পতিমাতার উপরও সন্তানদের অধিকার রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলনে: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নজিদেদেরকে ও তোমাদের পরবির-পরজিনকে আগুন থেকে রক্ষা কর; য়ে আগুনরে ইন্খন হবে মানুষ ও পাথর, য়াতে নয়িজেতি আছে নরিমম, কঠোরস্বভাব ফরেশেতাগণ, য়ারা অমান্য করে না য়া আল্লাহ আদশে করেন। তারা য়া করতে আদশেপ্রাপ্ত তাই তারা করে।”[সূরা তাহরীম, ৬৬: ৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “তোমরা প্রত্যকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যকেই অধীনস্থদের (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হবে। পুরুষ তার পরবির-পরজিনরে দায়িত্বশীল; তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহরে কর্ত্রী; তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হবে...।”[সহি বুখারী (৮৯৩) ও সহি মুসলিম (১৮২৯)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলনে: “যে বান্দাকে আল্লাহ কোন জনসমষ্টির দায়িত্বশীল বানান; কনিতু সে য়েদনি মৃত্যুবরণ করে সে দনি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে য়ে, সে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে খয়োনত করেছে; আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দনে।”[সহি মুসলিম (১৪২)]

এর থেকে জানা গেলে য়ে, পতিমাতার উপর সন্তানদের কছু অধিকার রয়েছে; সে সকল অধিকার আদায় করা কর্তব্য। সে



অধিকারগুলো অনকে; যমেন-

১। স্বামীর উচতি নজিরে জন্য উত্তম স্ত্রী বাছাই করা এবং স্ত্রীর উচতি নজিরে জন্য উত্তম স্বামী বাছাই করা। পুরুষ তার জন্য এমন একজন স্ত্রী বাছাই করবনে যো নারী ভবষিযতে তার সন্তানদরে মা হওয়ার উপযুক্ত। আর নারী এমন একজন পুরুষকে বাছাই করবনে যো পুরুষ তার সন্তানদরে পতি হওয়ার উপযুক্ত।

২। সন্তানরে সুন্দর একটা নাম রাখা, তার যত্ন নয়ো এবং তার জন্য খাবার-পানীয়, পোশাকাদি ও বাসস্থান ইত্যাদি মটৌলকি প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো সাধ্যানুযায়ী ব্যবস্থা করা; এক্ষতেরে কৃপণতা বা অপচয় না করা।

৩। পতিমাতার উপর সন্তানদরে সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছো— উত্তম প্রতপালন, তাদরে চরত্রির ও আচার-আচরণ গঠনে যত্নবান হওয়া, আল্লাহ যভোবে সন্তুষ্ট হন তারা সো ভাবে দ্বীন পালন করছো কনি সটো তদারকি করা এবং তাদরে দুনিয়াবী প্রয়োজনগুলোরো খট্টোজখবর রাখা; যাতো করে তাদরে জন্য উপযুক্ত ও সম্মানজনক জীবন নশ্চিতি করা যায়।

সন্তানদরে এ অধিকাররে ক্ষতেরে অনকে পতিমাতাই অবহলো করনে। যার ফলশ্রুতিতে তিনি নিজিহে সন্তানদরে মাঝে অবাধ্যতা ও দুর্ব্যবহার টনে আননে।

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলনে:

“যে ব্যক্তি তার সন্তানকে উপকারী শিক্ষা দিয়ে না, অবহলোয় ছড়ে দিয়ে সো তার সন্তানরে প্রতি জঘন্যতম অন্যায় করে। অধিকাংশ সন্তান নষ্ট হয় পতিমাতার কারণে, পতিমাতার অবহলোর কারণে এবং সন্তানদরেকে ইসলামরে ফরয ও সুন্নত আমলগুলো শিক্ষা না দেয়ার কারণে। এভাবে ছোট বলোয় পতিমাতাই সন্তানদরেকে নষ্ট করে...। এক পরযায়ে তিনি বলনে: “কত মানুষ নিজিহে নিজিরে সন্তানকে, তার কলজির টুকরাকে দুনিয়া ও আখরিতে দুর্ভাগা বানায়; তার প্রতি অবহলো করা, তাকে শাসন না করা, তাকে ভোগবলিসে সহযোগিতা করার মাধ্যমে। অথচ সো ব্যক্তি ভাবে যো— সো তাকে খুশি করতছে; অথচ সো তাকে লাঞ্ছতি করতছে। সো ভাবে যো, সো তার প্রতি দিয়া করছো; অথচ সো তার প্রতি অন্যায় করছো। এভাবে সো ব্যক্তি সন্তান দিয়ে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয় এবং সন্তানকেও দুনিয়া ও আখরিতরে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে...।” এক পরযায়ে তিনি আরও বলনে: “যদি আপনি সন্তান নষ্ট হওয়ার কারণগুলো দেখনে তবে দেখবনে যো, অধিকাংশ সন্তান নষ্ট হওয়ার কারণ পতিমাতা।” [তুহফাতুল মাওদুদ বিআহকামলি মাওলুদ (পৃষ্ঠা- ২২৯, ২৪২) থেকে সমাপ্ত]

তবে, জনে রাখা উচতি সন্তান প্রতপালনে পতিমাতার অবহলোর মানো এটা নয় যো, সন্তানও পতিমাতার অধিকারগুলো আদায়ে অবহলো করবে এবং তাদরে সাথে দুর্ব্যবহার করবে। বরং সন্তানদরে উপর ফরয পতিমাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা। তার প্রতি তাদরে দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করে দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলনে: “এবং মাতাপতির প্রতি সদাচারণ” এবং তিনি আরও বলনে: “আর তোমার পতিমাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শরিক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যো বিষয়ে তোমার



কোন জ্ঞান নহে, তাহলে তুমি তাদের কথা মনে নবি। তাহলে, দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে।”[সূরা
লোকমান ৩১:১৫]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।